যুগান্তর

16 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ......

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরোজায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কড়ানাড়া

আরাফাত হোসাইন

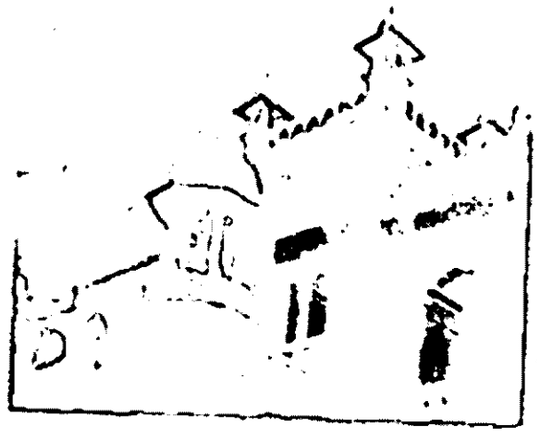

দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই রয়েছে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অধিকার। দুরন্ত শৈশব থেকে অনেকেই নিজের ভেতর লালন করে বড় হয় যে কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও নিজের ভেতর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন লালন করে ধর্মীয় পাঠশালা থেকে বেরিয়ে নিজের চিন্তা-চেতনাকে মুক্ত করতে আগামী দিনের জন্য নিজেকে যোগ্য হিসেবে তুলে ধরতে আধুনিক শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করতে চান। উচ্চশিক্ষার এ স্বপ্ন বুকে নিয়ে শেষ করেন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়। দেশের প্রতিটি মেধাবী শিক্ষার্থীর মতো মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন থাকে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নতুন নিয়ম ভেঙে দেয় শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন...।

ছোটবেলা থেকেই ইমরুল কায়েসের স্বপ্ন ছিল ইংরেজি সাহিত্যে পড়ার, কয়েসের শিক্ষা জীবনের প্রথম পাঠ একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাইমারি স্কুলের পাঠ পুরোপুরি শেষ না করতেই তার বাবা মাদ্রাসার এক শিক্ষকের পরামর্শে পরকালে মুক্তি লাভের আশায় প্রাইমারি স্কুলের পাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভর্তি করান ইবতেদায়ি মাদ্রাসায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্তি হন ইমরুল, কিন্তু উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন তিনি লালন করে যান। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হয়ে যখন ভর্তির ফরম আনতে যাবেন তখন জানলেন দেশের সেরা বিদ্যাপীঠে এ বছর কিছু শর্তের কারণে ভর্তি হওয়া যাবে না।

শিল্প-সাহিত্য-সাংবাদিকতার প্রতি আতিকুর রহমানের আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। মাদ্রাসার পরিবেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় শেষ করলেও নিজেকে সাম্প্রদায়িকতার ফ্রেমে বেঁধে রাখেন না। মাদ্রাসায় পড়া অবস্থাতেই যুক্ত হন প্রগতিশীল একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে, ঘৃণা করেন মৌলবাদকে। মাদ্রাসার উচ্চমাধ্যমিক কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ করার পর তার স্বপ্ন এখন ঢাবিতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেয়া। কিন্তু এখানেই স্বপ্নের মৃত্যু। সরকারি কারিকুলাম অনুযায়ী দাখিল ও আলিমে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ মার্কস থাকায় ভর্তি পরীক্ষা দেয়া যাবে না। মাদ্রাসা বোর্ডের মার্কস বণ্টনের দায়ভার কে নেবে? উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় শেষ করেও কেন একজন শিক্ষার্থীকে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা গ্রহণ করতে দেয়া হবে না?

দুটো ঘটনাই বাস্তব। এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে রয়েছে 'শিক্ষাই আলো' অথচ বিশেষ শর্তে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভর্তির পথ বন্ধ করা এ ভর্তি কার্যক্রমে দ্বৈতনীতিই বলা যায়। আলিয়া মাদ্রাসার আলিমকে যেহেতু উচ্চমাধ্যমিক সমমান দেয়া হয়েছে, সেখানে সাত বিষয়ে ভর্তি কার্যক্রমে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দেয়া মানে তাদের স্বপ্নকে গলা টিপে হত্যা করা। মাদ্রাসায় পড়লেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকবে এমন ভাবনাও অযৌক্তিক। বললেন সাবেক মাদ্রাসা ছাত্র ও বর্তমানে ইতিহাসে অধ্যয়নরত ঢাবির শিক্ষার্থী ইমামুদ্দিন। তিনি বলেন, 'ঢাবির অনেক সাবেক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আছে যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মৌলবাদকে ঘৃণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত, ধর্মীয় শিক্ষা থেকে যারা বেরিয়ে ঢাবিতে মুক্ত পরিবেশে উচ্চশিক্ষা নিতে চায় তাদের স্বাগত জানানো। অর্থনীতি দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত ঢাবির আরেকজন শিক্ষার্থী বলেন, 'খুবই অবাক হই যখন একটি বিশেষ দলের শিক্ষকরা সমাবেশে মাদ্রাসা ছাত্রদের পড়তে দেব না বলেন, শিক্ষক কি করে পারেন এগুলো বলতে। শিক্ষকের দ্বার থাকবে সর্বদা উন্মুক্ত, যেখানে থাকবে সবার শিক্ষা গ্রহণের অধিকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বামপন্থী নেতা বলেন, তোমাদের মধ্যে কে কে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে পাস করেছো দাঁড়াও। সেদিন মাদ্রাসার যেসব শিক্ষার্থী দাঁড়িয়েছিলেন তাদের সঙ্গে সাধারণ অনেক শিক্ষার্থীই মেশে না। সাবেক এ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিমুক্ত হোক এটা আমি চাই। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়া মানেই মৌলবাদ ভাবা খুবই দুঃখজনক।

এক প্রাপ্ত তথ্য মতে, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে ১০ জন, ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ৯ জন, ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ১৩ জন, ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে ৭ জন, ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ১৪ জন ও ২০০৬-২০০৭ বর্ষে ১৭ জন সাবেক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রত্যেক বর্ষেই এদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীও পেয়েছে। অর্থনীতি বিভাগে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ১৫ জন, ২০০৪-২০০৫ বর্ষে ১৩ জন, ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ২০ জন, ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে ২৫ জনের মতো মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ভর্তি হন। অর্থনীতি বিভাগেও প্রতিবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাধিক জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে মাদ্রাসা থেকে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অনেকেই ভালো ফলাফলের মাধ্যমে দেশের সেরা এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষকও হয়েছেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে শিক্ষকতা করছেন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রুহুল আমিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এমরান হোসাইন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মামনুর রশীদ ও মজিবুর রহমানসহ আরও অনেকেই বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

এদিকে শিক্ষার্থীরা জানান, মাদ্রাসার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পৃথকভাবে ২০০ নম্বর পড়ানো হয় না, যা উচ্চশিক্ষার প্রতিবন্ধক। এ ব্যাপারে কয়েকজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী মাদ্রাসা বোর্ডের মার্কস বণ্টনের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, দেখা যাচ্ছে, স্কুল-কলেজে বাংলা ও ইংরেজিতে যে প্রশ্নের মান ২০, মাদ্রাসায় দেখা যাচ্ছে ৫, মাদ্রাসায় ১ম পত্র ও ২য় পত্র একসঙ্গে ১০০ নম্বরের মধ্যেই। স্কুল-কলেজে পৃথকভাবে ১ম পত্রে ১০০, ২য় পত্রে ১০০। তবে এই ২০০ মার্কস মাদ্রাসার প্রায় ১০০ মার্কসের মধ্যেই আছে। এমন কথাই বললেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম এ বছর নতুন ভর্তি নীতি সম্পর্কে বলেন, শুধু মাদ্রাসা ছাত্রদের ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তি করার জন্যই ভর্তি ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ও সাবেক এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী জানান, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পাল্টানো প্রয়োজন। সাবেক এ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী গত বছরের একটি অপমানজনক ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, গত বছর সাংবাদিকতা বিভাগের ক্লাস শুরুর দিকে এক শিক্ষক ক্লাসে এসেই

প্রতিযোগিতার সব দ্বার যেমন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত, তেমনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অধিকারও সর্বজনীন হওয়া প্রয়োজন। দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত হোক এ প্রত্যাশা প্রতিটি মুক্ত চিন্তার মানুষের। মুক্ত চিন্তার মানুষ হওয়ার জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনাকে প্রগতি ও বিজ্ঞানমনস্ক করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ক উচিত।